বিদ্রোহী দুই মুখ মহাশ্বেতা দেবী ও অরুন্ধতী রায়

অণা মুখোপাধ্যায়

প্রকৃত সাহিত্যিক মাত্রেই বিদ্রোহী। প্রথা ভাঙ্গার প্রেরণায় হাতে তুলে নেয় কলম। কোথাও সে বিদ্রোহ সোচ্চার কোথাও নিহিত। কাজেই এটা একেবারেই আশ্চর্যের কথা নয় যে মহাশ্বেতা দেবী বা অরুন্ধতী রায় যখন লিখতে বসেচেন তখন তাঁদের মধ্যেও সমাজের পান থেকে কিছু চুন খসিয়ে দেব (তসলিমা নাসরিন) এমন জেদ কাজ করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, জাত গোত্র ভাষায় এঁরা এত ভিন্ন মের (আক্ষরিক এবং প্রতীকি অর্থে) যে তাদের কে জায়গায় জড়ো করে মেলানো চেষ্টা কি বালখিল্য প্রয়াস না যথার্থ? আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই মনে হতে পারে, জোর করে আয়াস সহকারে এই প্রচেষ্টা। অবশ্যই তাঁদেরর সবকিছুই আলাদা, এমন কি প্রকাশ মাধ্যম পর্যন্ত। কিন্তু কোন্ বিন্দুতে তাঁরা এসে সমান্তরাল হয়েছেন (মেলার প্রসঙ্গ না মেনে নিয়েই), সেটা হয়ত ভাল করে নজর করলে স্পষ্ট হয়ে যায়। খুব হাল্কা বাবে বললে বলা যায়, এই দুই লেখকই এবং নিজের নিজের কলমের জোরে বিদেশী পুরস্কারে সম্মানিত। আর এক স্তর গভীরে নেমে দেখা যাক। দুজনেরই রাজনৈতিক পরিবেশ এক -- দুই রাজ্যেই শাসনতন্ত্র একই গোষ্ঠীর হাতে যাদের দাবী সাম্যবাদ। এই দাবীই বীজবোনে বিদ্রোহের --- বুদ্ধিজীবীকে যা সহজেই উষ্ণ করে --- যা এখানে সহজেই হয়েছে। দুজনেরই পৃষ্ঠভূমি যখন অভিন্ন এবং ধরে নেওয়া যায় যদি যে তার আঁচ দুজনকেই ছুঁয়েছে, তখন মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গী সমান্তরাল হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর থাঁদের বিদ্রোহ তো আজ প্রকট--- শুধুমাত্র প্রগতিশীল মতামত বা পদক্ষেপ বললে যাকে অবমাননা বা হেয় করা হবে। তৃণমূল (grassroot) মানুষের বাঁচার অধিকার নিয়ে তাঁদের সংঘর্ষ করে অজানা নয়। মহাশ্বেতা দেবীর শবরদের পাশে দাঁড়ানো এবং অরুন্ধতী রায়ের মেধা পাটকরের সঙ্গে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সম্মিলিত হওয়া --- একই বিদ্রোহের ফসল। কাজেইতাঁদের যদি এক সাহিত্যে এধরনের ক্লোনের অনুপ্রবেশ এখনও হয়নি বলেই আমার ধারণা।

আর সেজন্যই বর্তমান নিবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকারর এবং অরুন্ধতী রায়ের 'The God of Small Things' উপন্যাস দুটিকে একটি অন্বিত কোণ থেকে দেখার চেষ্টা। ফর্ম, স্ট্রকচার টেকনিক কিম্বা বিষয়বস্তু--- কোনটারই মিল নেই এ দুটি উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবী বেছে নিয়েছেন শতাব্দী পূর্ব সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক বীরসা মুণ্ডার জীবনকথা। তাঁর পটভূমি ছোটনাগপুরের জঙ্গল ঘেরা সাঁওতালী জনজীবন। অরুন্ধতী রায় বিছিয়েছেন উত্তর স্বাধীনতা কেরলের একটি আধাগ্রাম্য আধা শহুরে নক্সীকাঁথা--- তাঁর চিত্রে বৃটিশের অন্ধ অনুকরণ ভত্ত উচচবিত্ত পরিবার থেকে নিয়ে আচ্ছ্যুত জন সামিল হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে সাম্যবাদ ও নক্সাল আন্দোলনের ফোঁড় তুলে ভরাট করেছেন জমি। এ প্রশস্ত অমিল থাকলেও কোথায় যে উপন্যাস দুটির বক্তব্য বা উদ্দেশ্য সাযুজ্যে এসে পৌঁছতে পেরেছেসেটি দেখানোর উদ্যোগ আশা রাখা যায় নিরর্থক বলে প্রমাণিত হবে না।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্বরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশী সরকার ও তার শোষণের বিদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গেএ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিদ্ধেও।... লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজনবস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করেনা... অরুন্ধতী রায়ের 'The

God of Small Things' কোন ব্যক্তি বিশেষের দিনলিপির গুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নয়। সে অর্থে ঐতিহাসিক তাৎপর্য এ উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু এটি ইতিহাস--- মানুষের, সমকালীন সমাজের, চিরাচরিত শোষণের ইতিহাস--- ফিউডালব্যবস্থার বিদ্ধে একটি বিদ্রোহের সুর এত প্রখর যে তাকে অস্বীকর করার বা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সেজন্যেইসমকালীন সামাজিক মানুষ হিসেবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাহিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ মঞ্চে মহাশ্বেতা দেবীর পাশেতাঁকে অনায়াসে দাঁড় করানো যায়।

অরণ্যের অধিকার কে যদি মাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি পর্ব বলে মনে করা হয় তাহলে শুধু ভুল করাই হবে না, লেখক এবং সমগ্র মানব ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ, জীবন বিদ্রোহ, যা কিছু চলমান তার সত্যতা কোন কালে কোন দেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয় না। কালে - কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি... সে জন্যে অরণ্যের অধিকার বীরসা কেন্দ্রিক হয়েও শুধুমাত্র বীরসার কিংবদন্তী নয়, না সাঁওতাল বিদ্রে াহের ইতিহাস। বীরসার উদ্ধত ঘোষণা, মুণ্ডা শুধু ঘাটো খাবো কেন ? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবো না ? (পৃ. ৫) অ াজকেও রণিত হচ্ছে দুনিয়ার তাবৎ শোষিত নিপীড়িত মানুষের মনে। অধিকারের এই দাবী শুধু বীরসার নয়, শুধু সাঁওত ালদের নয়, এ দাবী সকল মানুষের, জাতি ধর্মের বেড়া দিয়ে ে দাবীকে সঙ্কুচিত, সীমাবদ্ধ করা যায় না। অন্ন বস্ত্র এবং মাথ ার ওপর ছাদের দাবী নয়। অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। অথচ তাকে সর্বকালে সর্বদেশে আগ্রহ্য করা হয়ে এসেছে, হচ্ছে এবং ভিবিষ্যতেও হবে। আর বারবার বীরসার মত সেই দাবীর আগুনে হাওয়া দিয়ে তাকে জিইয়ে রেখে চলেছেন। সে আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হয়েছে উত্তসূরী কারণ উলগুলানের শেষ নাই। (পৃ. ১৭) বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব (ভূমিক া)--- বিপ্লব না এলে আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলেল এ কথারর সত্যতা বোঝা যাবে। বিপ্লব একদিনে যেমন আসে না তেমনি তার জন্য জমি তৈরী করার দায়িত্বে লেখকের ভূমিকা সার্বিক ভাবে অনস্বীক ার্য। অতীত মৃত নয়। ভবিষ্যত অতীতেরবর্তমান রূপ। সেজন্য কখনও নুয়ে পড়া শঙ্কা কাতর মানুষকে ঋজু করতে, অথিক ারের লড়াইয়ে সামিল হবার জন্য উজ্জীবিত করতে লেখককে ইতিহাসের নজীর আনতে হয়েছে। কখনও সমকালীনতার গণ্ডী পেরিয়ে দৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে ভবিষ্যতের দিকে। আবার কখনও চোখে আঙুল দিয়ে বর্তমান পরিপ র্শ্বসচেতন করতে হয়েছে। কিন্তু এ তিনটি প্রয়াসই আসলে একটি উদ্দেশ্যেরই এপিঠ ওপিঠ। জাগ্রত করা, আত্মসচেতন কর া সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখানো যা আছে সেটুকুও যাবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত হর্বহারাদের

এগারো বছরের বীরসা একদিন চালকাড়ে ফিরে এল। সুগানাকে বলল, আবা!

আমি চাইবাসা যাব। আরো পড়ব।

---চাইবাসা যাবি!

...সুগানাদের আরান্দিতে পৃথিবীর ছবি তেকোণা। কিন্তু এখন ছেলের চোখের দিকে চেয়ে সুগানা বুঝল আরেক রকম পৃথিবী আছে, যে পৃথিবীর সীমানা নেই, সেই বিশাল, অজানা পৃথিবীর ডাক ছেলে শুনেছে।

ভী হাসল সুগানা। ওর পৃথিবীর হৈ চালকাড় থেকে বাম্বা থেকে কুময়দা। বেনেদের হাতে বেহাত হয়ে যাওয়া খুটকাট্টি গ্র াম থেকে খুটকাট্টি গ্রাম।

ওর পৃথিবী সীমায় াঁধা। সে পৃথিবীতে দুবেলা দু - থালা ঘাটো, বছরে চারখানা গড়া - কাপড়। শীতে তুষেরবস্তার ওম, মহ াডনের হাতে রেহাই, আলো জ্বালাতে মহুয়া তেল, ঘাটো খেতে কালো নুন, বনের শেকড় ও মধু। বনের হরিণ - খরগোশ - পাখির মাংস, এইসব পেলেই রাজা হওয়া যায়।

সুগানা বলল, অনেক পড়লি বাপ আমার। এত পড়া চালকাড়ের কোনো ছেলেটা পড়ে নাই। এখন হাত - পা ধরলে মিশনের সাহেবরা তোকে বাগানের কাজ দিবে। সাহবের মালী হলে দুবেলা বাত খেতে পাবি। সারান্দিতে পূজায় যেমন ভ াত খাস, তেমনি ভাত।

---আবা, আমি চাইবাসা যাব, পড়ব।

--- আর পড়ে কি করবি বাপ? পড়লে পরে সংসারে তোর মন উঠবে না।

মুণ্ডা ছেলেদের মনে হবে লেংটা পরা, অসভ্যটা। যত পড়বি বাপ, তত দুঃখ। আমার দুঃখ নাই, আমি উপাসে - উপাসে ভিখমাঙটা হয়ে গিয়েছি।...

বীরসা শান্ত চোখে বাবার দিকে চাইলল, আবা! পড়লে পরে আমি সাহেবদের সমান হব, সাহেব ববলেছে। (পৃ. ৫১)
বৃহত্তর জীবনের ধারণা ওদের না পাওয়া হাতের মুঠোয় ধরে না। কিন্তু বীরসার চোখ জ্ঞানের আলোয় সাফ হয়ে গেছে। সে অনেক দূরের কথা বাবতে শিখেছে--- সেই জগতের কথা যেখানে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই, জাদ গোত্র চামড় ার রং যাদের আলাদা করতে পারে না
বীরসা যদি কথা বলতে পারত, বলে যেত সাহেবরা! রক্তের কোন ভেদ নাই। মারলে তোমাদেরর যত লাগে, মুণ্ডাদের তত লাগে। মুণ্ডাদের জীবনগুলো তোমরা জবরদখল করেছে। সে দখল ছাড়তে তোমাদের যত লাগে জঙ্গ আবাদ করা জমি দিকুদের হাতে তুলে দিতে মুণ্ডাদের তত লাগে। (পৃ.৬)
পশুতুল্য বা তার থেকেও হীন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া হতদরিগ্র সুগানারা ওর মত অধিকারহীনতার দাসত্বের যন্ত্রণা বুঝবে না, বীরসা মানষ। তাই সে মুক্তির পথ খোঁজে
জয়পাল নাগ বলল,, যাইস না বীরসা। তোর মতো ছেলা পাঠশালে আসে নাই আর। আমি য়া জানি, যত জানি, তোরে সব শিখাব।
গ্রামের ছেলেরা বলল, যাইস না বীরসা। তুই চলেল গেলে আখারা কানা।
বীরসা বলল, অনেক বড় হতে হবে না আমাকে? হেথা থাকলে আমি বড় হব?
... বীরসাকে মুণ্ডারী জগৎ আর জীবন থেকে কে টানছিল বাইরের টানে।
ভীষণ, দূর্বার, প্রবল আকর্ষণে। (পৃ. ৪১)
এবং সে মুক্তি পায়ও
বীরসা কি সেই সম্বরটা এখন? চারপাশে মুক্ত ও বৃহওম জীবন তবু সে এখানে আবদ্ধ থাকবে? ভাবলেও ভয় করে।
.....
মানুষ পশু নয়, তাই ভয়ঙ্কর আবদ্ধতা থেকে অতর্কিতে মুক্তি পেতে পারে। বীরসা পেল। (পৃ. ৪৬)
বীরসার মুক্তি কামনা দারিদ্র্যর ফাঁস থেকে, বৃহত্তর জীবনের হাতছানিতে তার সাড়া দেওয়া কোথায় যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুকে মনে করিয়ে দেয় যদিও অপু দারিদ্র্যপীড়িত কিচু গড়ার, ভাঁধাধরা সীমা ছেড়ে অসীমের অজানার দিকে পা বাড়ানোর স্বপ্ন দেখার রোম্যান্টিসিজমের ছোঁয়া নেই কি? নতুন কিছু গড়ার, বাঁধাধরা সীমা ছেড়ে অসীমের অজ ানার দিকে পা বাড়ানোর স্বপ্ন তো কঠোর বাস্তববাদী মানুষ দেখে না। তাদের কাছে সুখের একটাই সংপজ্ঞা উদরপূর্তি শ ারীরিক সুখ আর আরাম। স্বপ্নের পথ কাঁটাময়। স্বপ্ন ভঙ্গ হবার ভয় আছে। ক্ষুদ্র নিয়ে থাকা এ অসম্ভব শরীরি মানুষগুলি তাই বৃহতের কথা ভাবতে ভয় পায়। সত্যিকারের প্রাপ্তির হিসেব তারা কষে না। পাছে যেটুকু আছে সেটুকুও হারায়
কিন্তু ক দিনে বীরসাও বুঝল রোজ ভরপেট খেতে পাওয়া, গায়ে মাথায় তেল
মাখতে পাওয়া, কাপড় গামছা আস্ত আস্ত পাওয়া এর একটা অন্য সুখ
আছে। সে সুখ মানুষকে ভিতু আর কমজোরী করে দেয়। এ ভারী মজা ! খেতে
না পেলে, পারতে না পেলে মানুষ বীরসার বাপের মত কমজোরী আর ভিতু
হয়ে যায়। তখন সব সময়ে মনে হয় আই আবা ! জোরে কথা বলব না, কেউ
যদি রেগে যায় ?
আবার খেতে পারতে মাখতে পেলে মানুষ জোনী মাসির মত কমজোরী আর
ভিতু হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আই আবা! চড়া কথা বলব না, যদি এ সুখটুকু
ঘুচে যায়? (পৃ. ৪৩)
কিন্তু বীরসার লড়াি শুধু একথালা গরম ভাতের জন্য যদি হত তাহলে বীরসা মুণ্ডাই থেকে যেতে, কিংবদন্তী পুষে পরিণত হত না। শুধু খাওয়া পরার অস্তিত্ব নয়, মানুষের মর্যাদা, স্বভূমে পরবাসী মানুষগুলিকে যারা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, যাদের আপন অরণ্য থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের সেই অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবীতে বীরসা বিদ্রোহ করেছিল, আর পাঁচটা মুণ্ডার মত নিজেকে দুর্বল অসহায় ভেবে হাঁটু গাড়ে নি দাসত্বের পায়ে,
বীরসা সেই ঝিাসেই বড় হয়েছে। ও জানে মুণ্ডা হয়ে কয়েক লক্ষ যেমন

জীবন কাটায়, তার বাইরে অন্য জীবনের কথা ভাবাও মহাপাপ।
কিন্তু বীরসা সেরসা সেই মহাপাপ করছিল। ওর রক্তে, ওর অজান্তে কোথায়
জন্মেছিল প্রতিবাদ? (পৃ. ৪২)
আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল বীরসা নেতিয়ে পড়া কেবল মুণ্ডাদের নয়। সমস্ত কালো মানুষদের মনে--- মহাবিদ্রোহের আগুন। বীরসাও রোম্যান্টিক, অপুরই মত তার চোখেও বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন অঞ্জন কিন্তু অপুর নিজেকে নিয়ে। সে অস্তিত্ব রেশমকীটের মত নিজের স্ব এর চারপাশে জাল বোনা অন্যের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে। এভাবে বাঁচার নাম কে াথাও যেন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বলে মনে হয়। বীরসা নিজের জন্যে বাঁচতে চায়নি, মাটি মার সন্তানদের বাঁচাতে চেয়েছিঝল শোষণ আর বঞ্চনার, অত্যাচার আর ছলনার হাত থেকে, মরে মনে (পৃ. ৩৪) বাঁচার থেকে
...মুণ্ডাদের খেয়াল বড় কম। ধিকধিক আগুন থেকে জঙ্গ জ্বলে যার, দাবানল
লাগে, আর কয়েক বছর ধরের জঙ্গল বড় শুকনো, বড় খরা, তাই ত বীরসা
উলগুলানে সব ভাল করে জ্বলতে চেয়েছিল। উলগুলানের আগুনে জঙ্গল
জ্বলে না, মানুষদের হৃদয় আর রক্ত জ্বলে। সে আগুনে জঙ্গল জ্বলে না।
জঙ্গলে নতুন করে মুণ্ডা মায়ের মত, বীরসার মায়ের মত, জঙ্গলের সন্তানদের
কোলে নিয়ে বসে।
তাই তো বীরসা অরণ্যের অধিকার চেয়েছিল।
অরণ্যকে ছিনিয়ে নেবে দিকুদের দখল থেকে। অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা
মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে। উলগুলানের আগুন জ্বেলেল বীরসা
জননীকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারপর মুণ্ডা আর হো, কোল আর সাঁওতাল,
ওঁরাও, অরণ্যের অধিকার, ছোটনাগপুরের অরণ্যের অধিকার, পালামৌ,
সিংভূম, চত্রধরপুর, সকল অরণ্যের অধিকার যাদের, তারা জননীর কোলে
ফিরে যেত। (পৃ. ৬)
অন্যরা যখন একথালা ভাতই জীবনের পরমার্থ মনে করেছে তখন বীরসা স্বভূমিকে মা জ্ঞান করেছে। দেশের সঙ্গে তার এক াত্মতাবোধই তাকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছে--- তার জন্মদাতার কাছেও সে অচিনা (পৃ. ৩৩)
কিন্তু সুগানা মুণ্ডাও বুঝত ওর ছেলে বীরসা মুণ্ডারী ছেলে, তবুও যেন অন্য
জাতের ছেলে। সকলের মত দেখতে নয় ও, ওর মুখ চোখ অন্যরকম। সব
মুণ্ডারী ছেলেই বাঁশী বাজায়, টুইলো বাজায়, বীরসাও বাজায়।
কিন্তু বীরসা বাঁশী বাজায় কি সুরে? কেমন সুরে? সুগানা যখন ছোট ছিল,
তখন মুণ্ডারীদের আদি দেবতা হরম্ আসুলের পূজোর জোয়ার উৎসবে খুব
ধুমধাম হত। গ্রাম পহান বলত, হরম্ আসুল না কি বাঁশি শুনতে ভালবাসেন।
তাই কোন কোন ছেলের আঙুলে আর ঠোঁটে তাঁর আশীর্বাদ দেন জন্মকালে।
বীরসাকে সে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন কি? নইলে হাতে টুইলা আর কোমরে
কসিতে গোঁজ বাঁশি নিয়ে বীরসা যখন মুণ্ডারী ছেলে - মেয়েদের বারোয়ারি
নাটের মন্ডপ আখরায় যায়, তখন কেন সুগানার বয়সী, ওর বাপের বয়সী
চালকাড়ের সকল মুণ্ডা গিয়ে দুদণ্ড দাঁড়ায়? বীরসার বাঁশি শোনে কেন?
(পৃ. ৩৩)
যেখানে অন্য সমস্ত কালো মানুষগুলি সুগানার মতই ভেবেছে এই ধার - কর্জা অভাব - অনাহার এই সুগানার ধারণায় ওর পাওনা এ জগতে। এ জগৎ ছেড়ে ও অন্যরকম হতে চায় না সেখানেই, বীরসা কেন অন্যরকম? বোহোন্দার জঙ্গলে ও সকল মুণ্ডা ছেলে গাইছাগল চরাই করতে যায়। একা বীরসা কেমন করে জঙ্গলের সকল রহস্য জেনে আনে... যেন অরণ্য সব রহস্য ওকে জানায় একা। একা বীরসার হাতে তুলে দেয় লুকানো ঐর্যের সঞ্চয়। কেন এমন হয় ? (পৃ. ৩৫) বীরসা জ

ানে মুণ্ডাদের সংসার আমি ছেঁড়া কানির মতই হয়। (পৃ. ২৯) কিন্তু সেই জানাতেই সে থেমে থাকে না। বীরসা নিজেই বলেছে সে প্রচারক হবে (পৃ. ৩৯)। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। সে ধর্মান্তর করেছে কিন্তু ধর্মের অসারত্ব (কিম্বা অসাড়ত্বযও বলা যায় যা আফিমের মত মানুষের সজাগ চেতনা বুঁদ করে রাখে) তাকে হতাশ করেছে। লড়াই খেপা ধানী মুণ্ডা যে ভগবান খোঁজে তাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ভগবান খোঁজাও বীরসার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ও জানত ওকে একদিন লেখাপড়া শিখতে হবে। মানুষ হতে হবে। দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত থেকে জমি - বাড়ি বাঁচাতে পারবে। (পৃ. ২৯) সেইজন্যেই ও কৃশ্চান মিশনারীদের কপট সহানুভূতি আর নিশনের শেখানো উদার প্রেমের বাণীর মিথ্যা বড় সহজে বুঝে গেল। দেখে নিল আড়ালে মুখোশ

বীরসা মনে প্রচণ্ড ঘা খেল। সে ত বিশ্বাস করতে চেয়েছে কিংডাম অফ্ হেভেন। সে ত বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে ফাদার নট্রটের জামা যেমন শুভ্র, অন্তর তেমনি শুভ্র? সে ত বিশ্বাস করতে চেয়েছে প্রকৃত ক্রীশ্চান কারোর মন্দ দেখেনা? সে তো ভালবেসেছে এই সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর প্রার্থনা সভা, গির্জার গান? সে তো কৃতজ্ঞ হয়েছে ফাদারদের কাছে? তাঁরা ওকে পড়াতে শিখিয়েছেন, আলোকিত জ্যোতির্ময় জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সর্দাররা মুণ্ডা, তারা মুণ্ডাদের ভাল চেয়েছে। নইলে কয়েকজন হয় কেউ? জেলে গিয়ে অমন করে মরে? সর্দারদের জোচ্চোর আর ঠগ বললে বীরসার ভেতরে মুণ্ডারী রক্তে আগুন লেগে যায়। মুণ্ডা শরীরের এক ফোঁটা রক্ত মানে সমগ্র কৃষ্ণভারত । সে ভারতে সেংগেল্‌দার আগুন অতি সহজে জ্বলতে পারে, অতি সহজে। কেননা সে ভারতে দাহ্যভূমি শুকনো, দাবালনের প্রত্যাশী।

বীরসা মুণ্ডা ছেলেদের বলল, ফাদররা বদ্‌মাস। তারা সর্দারদের এখন জোচ্চোর বলছে। সর্দাররা মিশন ছেড়ে গেছে বলে সাহেবদের রাগ হয়েছে । (পৃ. ৬১)

বীরসা ত্রাতা

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com